Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিজ ফাতেমা

রোলঃ 216020145

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিজ ফাতেমা

রোলঃ 216020145

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করনীয়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিজ ফাতেমা, আইডিঃ 216020145 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করনীয়" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Taniz Fatema

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তানিজ ফাতেমা

আইডিঃ 216020145

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা

ঈমান হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাওহীদ ও একত্ববাদ হচ্ছে এই ঈমানের মূল ভিত্তি। একমাত্র আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করা এবং সমস্ত জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুসরণ করাই হলো তাওহীদ।। ইসলাম যেমন আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপনকে অপরিহার্য করেছে, তেমনি শিরককে (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) সর্বাধিক গর্হিত অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। শিরক এমন একটি গোনাহ, যা আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করবেন না যদি কেউ তা তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে।

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا [النساء: ٤٨]

"যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানায়, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যাকে তিনি চান ক্ষমা করবেন।" [সূরা আন নিসা:৪৮]

শিরক মানুষের ঈমান ধ্বংস করে দেয়, নেক আমলকে বাতিল করে দেয়।
মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر: ٦٥]

"আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর সাথে শির্ক করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন বলে গণ্য হবেন।" [সূরা আয যুমার:৬৫]

শির্ক জাহান্নামকে অনিবার্য করে: আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة: ٧٢]

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন; তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" [সূরা আল মায়িদাহ: ৭২]

ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিটি জাতির ধ্বংসের পেছনে শিরকের প্রসার ও আল্লাহর অবাধ্যতা অন্যতম কারণ ছিল। নবী-রাসূলদের পাঠানোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানবজাতিকে শিরক থেকে ফিরিয়ে আনা এবং তাওহীদের পথে আহ্বান করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عن أبي هريرة رضى الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات .... الإشراك بالله....

ধ্বংসকারী বিষয়গুলো হতে বেঁচে থাক, আর তা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শির্ক করা।[বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, সহীহুল বুখারী, আলামুল কুতুব, বাইরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।]

ইসলামে বিদ'আত একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ এটি আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের প্রদত্ত পথ থেকে সরে আসার কারণ হতে পারে। যারা বিদ'আতের অনুসরণ করেন তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারেন। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদ'আত পরিহার করার উপর অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামের শুদ্ধ পথে চলা এবং কোরআন ও হাদিসের অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করেছি।"
[সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে দ্বীন ইসলাম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব নতুন কিছু যোগ করা বিদ'আতের শামিল।

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করবে, যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

[সহীহ মুসলিম, হাদীস 1718; সহীহ বুখারিও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছে]

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"নতুন সৃষ্ট (ধর্মীয়) বিষয়াবলি থেকে নিজেকে বাঁচাও, নিশ্চয় প্রত্যেক বিদ'আত হলো ভ্রান্তি।"
[সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস 1578; তিরমিযি ও আবু দাউদেও আছে]

বর্তমান সময়ে শিরক ও বিদ'আত নানা আধুনিক রূপে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে : যেমন: কবরপূজা, ওরস, পীরভক্তি, তাবিজ-কবচ, রাশিফল বিশ্বাস, জ্যোতিষে ভরসা, রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত,মিলাদ,শবে গরাত,মিলাদুন্নবী পালন ইত্যাদি। দুঃখজনকভাবে এসব কার্যকলাপ অনেক সময় ধর্মের নামে করা হয় এবং সাধারণ মানুষ তাদের অজ্ঞতার কারণে সেগুলোকেই ইসলাম মনে করে। এই পরিস্থিতিতে উম্মাতে মুসলিমাহর দায়িত্ব হলো - সঠিক আকীদা প্রচার, শিরকের রূপ চিহ্নিতকরণ, বিদ'আত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি বিশুদ্ধ তাওহীদভিত্তিক সমাজ গঠনের চেষ্টা করা।

এই গবেষণাকর্মে শিরকের বিদ'আতের প্রকৃতি, আধুনিক রূপ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর ভয়াবহতা এবং শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করণীয় দিকগুলো বিশ্লেষণমূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় ২: শিরক- সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও প্রকারভেদ

২.১ শিরকের সংজ্ঞা :

শিরক (شرك) শব্দটি আরবি "شَرَكَ" ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো অংশীদার স্থাপন করা। ইসলামী পরিভাষায়: শিরক হলো আল্লাহর সঙ্গে তাঁর গুণাবলি, অধিকার বা ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা। এটি ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ, যা ক্ষমার অযোগ্য যদি কেউ তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا [النساء: ٤٨]

“যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানায়, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যাকে তিনি চান ক্ষমা করবেন।” [সূরা আন নিসা:৪৮]

২.২ শিরকের শব্দের পারিভাষিক অর্থ :

ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান শিরক-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

'শিরক'-এর দু'টি অর্থ রয়েছে:

এক. সাধারণ অর্থ, আর তা হচ্ছে- গায়রুল্লাহকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা। সমকক্ষ বলতে এখানে মুক্ত শরীকানা বুঝানো হয়ে থাকে, শরীকানায় আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহের অংশের সমান হতে পারে অথবা আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহের অংশের চেয়ে অধিকও হতে পারে।

শিরকের উপর্যুক্ত সাধারণ অর্থের ভিত্তিতে শিরক তিন প্রকার :

১. আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক:

সংজ্ঞা: আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা এবং সকল কিছু পরিচালনায় একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অন্য কাউকে অংশীদার করা।

উদাহরণ:

মনে করা যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে বা তাঁর পরিবর্তে জগৎ পরিচালনা করতে পারে।

ভাগ্যনির্ধারণে জ্যোতিষ, তাবিজ বা অলৌকিক শক্তিকে বিশ্বাস করা।

মহান আল্লাহ বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।"
[সূরা আল-ফাতিহা, ১:২]

মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَار...

"বলুন, আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের রিযিক প্রদান করে? কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক?"
[সূরা ইউনুস, ১০:৩১]

রাসূল (সা.) বলেন,

" لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز الجنة

"لا حول ولا قوة إلا بالله" বলা জান্নাতের খজিনাগুলোর একটি।
[সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪০৯]

এ বাক্যের অর্থ: কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই, আল্লাহ ছাড়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর রুবুবিয়্যাত স্বীকার করা হয়।

২. আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক:

সংজ্ঞা: ইবাদতের কোনো দিক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা। যেমন: দোয়া, সিজদা, কুরবানি, নজর, মান্নত ইত্যাদি।

উদাহরণ:

মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে সিজদা করা বা প্রার্থনা করা।

পীর বা অলিয়ার নামে মান্নত করা।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"তাদেরকে তো একমাত্র এ জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।"
[সূরা আল-বাইয়্যিনা, ৯৮:৫]

মহান আল্লাহ বলেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"
[সূরা আল-ফাতিহা, ১:৫]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডেকে মৃত্যু বরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে।”
[সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৪৯৭]

৩. আল্লাহ তায়া’লার নামসমূহ ও গুণাবলীতে শিরক:

সংজ্ঞা: আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে কাউকে অংশীদার করা বা তাঁর গুণাবলিকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা। আল্লাহ যেভাবে নিজেকে পরিচিত করেছেন, তা অস্বীকার করা বা তা অন্যের ওপর আরোপ করা।

উদাহরণ:

কাউকে বলা "রহিম", "আলিম", "গাফুর" এমন গুণ যেগুলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।

দেহগত বা মানবিক বৈশিষ্ট্যে আল্লাহকে কল্পনা করা।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

“আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সেগুলোর মাধ্যমেই তাঁকে ডাকো।”
[সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৮০]

মহান আল্লাহ বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সব শোনেন ও দেখেন।”
[সূরা আশ-শূরা, ৪২:১১]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করে (বিশ্বাসসহ) ধারণ করে, সে জান্নাতে যাবে।"
[সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৭৩৬]

শিরকের দ্বিতীয় অর্থ:

"আল্লাহর পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন, সুন্নাহ ও অগ্রবর্তী মনীষীগণের কথায় শিরক শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা শিরকের দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।" [ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, আল-মাদখালু লিদেরাসাতিল 'আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ 'আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ; (আল-খুবার : দ্বারুস সুন্নাহ লিন নসরি ওয়াত তাওযী', সংস্করণ বিহীন, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১২৫, ১২৬।]

আক্বীদার বিভিন্ন কিতাবাদিতে শিরক-এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তা অনেকটা ড. ইব্রাহীম বুরাইকান কর্তৃক বর্ণিত উপর্যুক্ত সংজ্ঞারই অনুরূপ। উপর্যুক্ত এ সংজ্ঞার দ্বারা যদিও শিরকের পারিভাষিক অর্থ অনুধাবন করা যাচ্ছে, তবে আমরা যদি আরো পরিষ্কারভাবে এর সংজ্ঞা জানতে চাই, তা হলে শিরককে তাওহীদ-এর সংজ্ঞার বিপরীতে দাঁড় করালে তা জানা যেতে পারে। কেননা, শিরক শব্দটি তাওহীদ শব্দের অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর প্রবাদে রয়েছে 'প্রত্যেক বস্তুকে তার বিপরীতধর্মী বস্তু দিয়ে পরিচয় করা যায়।' তাই প্রথমে তাওহীদ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করা হলো এবং পরবর্তীতে এর সংজ্ঞা থেকেই শিরক-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হলো।

তাওহীদ শব্দের পারিভাষিক অর্থ:

'তাওহীদ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা জুরজানী বলেন: "তাওহীদ হলো: অন্তরে যা কিছুর কল্পনা বা ধারণা হয়, সে সব থেকে আল্লাহ তা'আলার জাতসত্তাকে মুক্ত করা। তাওহীদ তিনটি বিষয়ের সমষ্টি: মহান আল্লাহকে রব হিসেবে জানা, তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাথেকে সকল শরীকদের অস্বীকার করা।" [আল-জুরজানী, শরীফ আলী ইবন মুহাম্মদ, কিতাবুত তা'রীফাত; (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ.৬৭।]

আল্লামা জাযাইরী বলেন: তাওহীদ হলো: "মহান আল্লাহ তা'আলার যাত, তাঁর গুণাবলী ও কর্মসমূহে কারো সমকক্ষ থাকা বা সে সকল ক্ষেত্রে তাঁর কোন সাদৃশ্য হওয়া এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত ও উপাসনায় কারো অংশীদারিত্ব থাকা অস্বীকার করাকে তাওহীদ বলা হয়।"
[আল-জাযাইরী, আবু বকর জাবির, 'আক্বীদাতুল মু'মিন; (জেদ্দা: দারুস সুরুক, ৫মে সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ.৮৭।]

শেখ আব্দুল আযীয বলেন: "শর'য়ী পরিভাষায় তাওহীদ হলো: বান্দা এ-কথা স্বীকার করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা হলেন সেই রব যিনি সকল সৃষ্টির জীবিকা প্রদান ও তাদের পরিচালনার কাজ এককভাবেই করে থাকেন, তিনি সকল সৃষ্টির উপাস্য, যাবতীয় উপাসনা ও আনুগত্য এককভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদিত। আরো মনে করা যে, তিনি এককভাবে বড়ত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীর সার্বিক পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত।"
[আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মদ আল-সলমান, আল-আসইলাতু ওয়াল আজইবাতিল উসূলিয়্যাতি আলাল 'আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাতি লি ইবনে তাইমিয়্যাহ; (প্রকাশ বিহীন, ২১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩২।]

'শিরক' যখন 'তাওহীদ' এর বিপরীত তখন শেখ 'আব্দুল 'আযীয কর্তৃক উপরে তাওহীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সে হিসেবে এর বিপরীতে 'শিরক' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

"মহান আল্লাহকে সকল সৃষ্টির জীবন-জীবিকা দানকারী, তাদের ভাগ্যের ভাল-মন্দ ও সমগ্র জগত পরিচালনাকারী একক রব হিসেবে মনে না করা। বরং এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির ছোট বা বড় কোনো বস্তু যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, বা অলি ও দরবেশ নামের কোনো নেক মানুষকে এর কোনো কিছুর পূর্ণ বা আংশিক মালিক কিংবা শরীক, অথবা তা পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যকারী বলে মনে করা। আল্লাহর সমীপে তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কারো জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অপর কোনো অলির শাফা'আত উপকারী হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস করা। উপর্যুক্ত রকমের ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর একক উপাসনা ও আনুগত্য করার পরিবর্তে তাঁদের ওসীলা ও সুপারিশে উত্তম জীবন, জীবিকা ও সৌভাগ্য লাভ করার জন্য তাঁদের উপাসনা ও আনুগত্য করা। আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে সৃষ্টি জগতের কাউকে তাঁর সমকক্ষ করা।"

অন্য কথায় "এমন সব বিশ্বাস, কাজ, কথা ও অভ্যাসকে শির্ক বলা হয় যার দ্বারা বাহ্যত মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও গুণাবলীতে অপর কারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা প্রতীয়মান হয়।"

অপর কথায় বলা যায়: "গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যে গায়রুল্লাহকে সমকক্ষ করাকে শিরক বলা হয়।" শির্কের এ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দু'টি কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণ করা যায়।

মহান আল্লাহ বলেন:

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ * تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ [الشعراء: ٩٦، ٩٨]

"তারা (মুশরিকরা তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের সাথে) জাহান্নামে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে: আল্লাহর কসম! আমরা তথায় (পৃথিবীতে) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম।" [সূরা শু'আরা: ৯৬-৯৮]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা তাদের পাথর ও কাঠ ইত্যাদির মূর্তিসমূহকে আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ বানিয়ে নেয়ার কারণেই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে মুশরিক হয়েছিল।

২.৩ শিরকের প্রকারভেদ:

শিরকের প্রধান দুই প্রকার হলো:

১. শিরকে আকবর (বড় শিরক)

২. শিরকে আসগার (ছোট শিরক)

১. শিরকে আকবর:

সংজ্ঞা: এটি এমন শিরক যা কোনো ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এটি আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, ইবাদত বা কর্তৃত্বে সরাসরি অন্য কাউকে অংশীদার করা।

উদাহরণ:

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা।

মৃত ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া বা তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া।

পীর/ওলির নামে মান্নত করা বা কোরবানি দেওয়া।

আল্লাহর গুণাবলি অন্যের মাঝে আরোপ করা (যেমন: "পীর সাহেব জানে আমার ভবিষ্যৎ")।

মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

“নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার আবাসস্থল হয় জাহান্নাম।”
[সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৭২]

মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদারিত্বকে ক্ষমা করেন না।”
[সূরা আন-নিসা, ৪:৪৮]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে মৃত্যু বরণ করে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।”
[সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯৩]

২. শিরকে আসগার:

সংজ্ঞা: এটি এমন শিরক যা ঈমানকে দুর্বল করে, কিন্তু মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। তবে এটি মারাত্মক গুনাহ এবং তাওবাহ ছাড়া মাফ নাও হতে পারে।

উদাহরণ:

রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত): নামাজ, রোজা বা সদকা শুধুমাত্র মানুষ দেখার জন্য করা।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা: যেমন, "পীরের কসম", "মা-বাবার কসম" ইত্যাদি।

কথাবার্তায় শিরক: যেমন বলা যে “যদি ও না থাকত, আমি মরেই যেতাম।”

মহান আল্লাহ বলেন:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।”
[সূরা কাহফ, ১৮:১১০]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء

“আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয় করি ছোট শিরককে।”
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী?”

তিনি বললেন: “রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত)”।
[মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ২৩৬৩০]

শিরকে আকবর মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের কারণ হয়।
শিরকে আসগার মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না, তবে তার আমল ধ্বংস করে দিতে পারে এবং আল্লাহর গজবের কারণ হতে পারে।

অধ্যায় ৩: বিদ'আতের পরিচয়

'বিদআত' (بدعة) আরবী শব্দ। শব্দটি আরবী হলেও সারা দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে এটি একটি অতীব পরিচিত পরিভাষা। অর্থ ও প্রয়োগগত দিক থেকে এটি সুন্নাতের বিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো 'নতুন সৃষ্টি; যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিলনা।' ইংরেজীতে যার অনুবাদ করা হয়- newness/novelty' অর্থাৎ নতুনত্ব/অভিনবত্ব; unprecedented বা নজিরবিহীন; innovation/innovated practice' তথা নতুন কোন প্রথা প্রবর্তন করা অথবা নতুন কিছু চর্চা করা। এ অর্থেই মহান রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো বাদী' (بديع)। যার অর্থ creator বা স্রষ্টা; innovator (one who introduces something new) বা কোন নতুন প্রথার উদ্ভাবক। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

بديع السموات والأرض

অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনের নূতন উদ্ভাবনকারী' (যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিলনা)। অন্য আয়াতে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এভাবে বলেছেন:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

"আপনি বলুন, আমি এমন কোন রাসূল নই যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আর আমি তো শুধু স্পষ্ট সতর্ককারী।"[সূরা আল আহকাফ ৪৬:৯]

৩.১ বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ হলো-

(هِيَ كُلُّ مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ)

'প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিস যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।' আর তাই এটি সুন্নাতের বিপরীত। কেননা সুন্নাতের পূর্ব দৃষ্টান্ত আছে। সুন্নাত হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসৃত পন্থা।

ইমাম রাগিব (মৃ. ৫০২হি./ ১১০৮খৃ.) 'বিদ'আত' শব্দের অর্থ লিখেছেন:

إِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلا اعْتِدَاءِ وَ اقْتِدَاء

"কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুনভাবে সৃষ্টি করা।"

মাওলানা আবদুর রহীম ইমাম নববী (৬৭৬হি./ ১২৭৭খৃ.) এর বরাত দিয়ে 'বিদ'আত' শব্দের অর্থ লিখেছেন:

البدعة كل شيئ عمل على غير مثال سابق

" পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া যে কাজ করা হয় তা-ই বিদ'আত।" [মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম প্রাগুক্ত পৃ. ৭]

৩.২ বিদ'আতের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

বিদ'আতের পরিচয় এবং এর শাব্দিক বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে, পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া যে কোন নতুন বিষয়কেই বলা হয় বিদ'আত। কিন্তু যারা এই বিদ'আত চর্চা ও লালন করেন, তাঁরা যেহেতু 'ইবাদাত মনে করেই এটি পালন করে থাকেন তাই সেদিক থেকে এর একটি সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক পরিচয় রয়েছে। আর তা হলো-

মহান আল্লাহ 'ইবাদাতের যে অবকাঠামো, আকৃতি-প্রকৃতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তা যথার্থভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি যে পদ্ধতি-প্রণালী, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়েছেন, তার নিরিখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে যে পন্থায় 'ইবাদাত করেছেন এবং যেভাবে করতে তাঁর উম্মাতকে আদেশ করেছেন- এর বাইরে 'ইবাদাতের যত পন্থা পরবর্তীতে চালু হয়েছে তা-ই বিদ'আত। তাছাড়া আল্লাহর নির্ধারিত 'ইবাদাতের মধ্যে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করাও বিদ'আত। এ কারণেই বিদ'আতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করলে যথার্থ হবে:

নৈকট্য লাভের আশায় দীনের মধ্যে যা কিছু নতুন করে সৃষ্টি করা হয় তা সবই বিদ'আত।

অন্য কথায়, বিদ'আত হলো শারী'য়াতে যার কোন ভিত্তি নেই এমন কিছু দীনের মধ্যে উদ্ভাবন করা। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) (মৃ. ৭২৮হি./ ১৩২৮খৃ.) বিদ'আতের সংজ্ঞায় লিখেছেন:

إن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب

"দীনের মধ্যে বিদ'আত হচ্ছে এমন জিনিস যার বিধান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেননি, যে ব্যাপারে অবশ্যই করতে হবে বা করাটা উত্তম (মুস্তাহাব) এমন কোন আদেশ বা বিধান নেই।" [আহমাদ ইবন তাইমিয়া, শাইখুল ইসলাম, মাজমু'উল ফাতাওয়া, (রিয়াদ: দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৯১), খ.৪, পৃ- ১০৭-১০৮]

ইমাম ইবন রজব আল-হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫হি./ ১৩৯৩খৃ.) বিদ'আতের সংজ্ঞায় লিখেন:

والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه

"বিদ'আত বলতে এমন নতুন উদ্ভাবিত জিনিসকে বুঝায় যা প্রমাণের জন্য শারী'য়াতে কোন ভিত্তি নেই।"
[আল-হাম্বলী, 'আবদুর রহমান ইবন রজব, জামি'উল 'উলুম ওয়াল হিকাম, (বৈরুত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ), মুদ্রণ- ৩, পৃ-২৮৯]

৩.৩ বিদ'আতের ধরন:

পরিচয়গত দিক থেকে বিদ'আতী কাজগুলো প্রধানত: তিন ধরনের। যথা:

এক. (البدعة الحقيقية) হাকীকী বিদ'আত বা মৌলিক বিদ'আত: এমন বিদ'আত কোরআন এবং সুন্নাহয় যার কোন ভিত্তি নেই। কোরআন ও সুন্নাহয় কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই বলেই এটি মৌলিক বিদ'আত। যেমন- কবরে আযান দেয়া, মৃত ব্যক্তিদের কাছে কিছু চাওয়া, কবরের উপর ছাদ দেওয়া বা গম্বুজ বানানো, মুরব্বীদের কদমবুসী করা, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, মৃত বুযর্গ ব্যক্তির নিকট সন্তান চাওয়া, বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা পালন করা, মৃত ব্যক্তির জন্য মাছের মেজবান, ফলের

মেজবান ইত্যাদির আয়োজন করা, কবরস্থানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে লোক নিয়োগ করে কোরআন খানি করানো, জন্মদিন পালন করা, মীলাদ মাহফিল করা এবং মীলাদে কিয়াম করা, ইত্যাদি।

দুই. (البدعة الإضافية) ইদাফী বিদ'আত বা সংযুক্ত বিদ'আত: এমন বিদ'আত কোরআন এবং হাদীসে যার ভিত্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসে এগুলোর ভিত্তি থাকায় এক দিক থেকে এগুলো শারী'য়াত সম্মত, কিন্তু এগুলো আদায়ের পন্থা-পদ্ধতি, ধরন, পরিমাণ ও সময়কাল ইত্যাদির দিক থেকে শারী'য়াত বিবর্জিত। যেমন- ফরয নামাযের পর যেসব সামষ্টিক যিকর ও সামষ্টিক মুনাজাত করা হয়, এগুলো এভাবে এবং উচ্চস্বরে পড়া বিদ'আত। কিন্তু মূলত: এসব দু'আ ও যিকর বিদ'আত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো নিয়মিতভাবেই পড়তেন। এ প্রসঙ্গে সুনানুদ দারিমীর একটি বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة ... فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة فيهللون مائة. ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة. ثم مضى حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم ؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئ، ويحك يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم .... والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد ؟ أو مفتوحون باب ضلالة . وفي رواية: إما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم محمدا و أصحابه علما. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه ......

দ্বিপ্রহরের নামাযের আগে আমরা একবার 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের দরজার নিকটে বসা ছিলাম। তিনি যখন বের হলেন, তখন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন আবু মূসা (রা) তাঁকে বললেন: হে আবূ 'আবদির রহমান! আমি মাসজিদে একদল লোককে দেখেছি, তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নামাযের অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে রয়েছে পাথরকুচি বিশেষ। তাদের একজন বলছে- একশত বার তাকবীর বলো। তখন তারা একশত বার তাকবীর বলছে।এরপর বলছে- একশত বার তাহলীল বলো। তখন তারা একশত বার তাহলীল বলছে। আবার বলছে- একশত বার তাসবীহ বলো। তখন তারা একশত বার তাসবীহ

বলছে। অতঃপর তিনি তাদের দিকে রওয়ানা করলেন। তাদের একটি দলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদেরকে এসব কি করতে দেখছি? তারা বললো: হে আবু 'আবদুর রহমান। এ হলো কিছু শস্য দানা, এগুলো দিয়ে আমরা গুণে গুণে তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ পড়ছি। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের গুনাহরাজিকে গণনা কর। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের পুণ্য থেকে কিছুই হারিয়ে যাবে না। হে মুহাম্মাদের উম্মাত, তোমাদের কি হল? এত তাড়াতাড়ি তোমরা ধ্বংসের দিকে পা বাড়ালে? আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কি মুহাম্মাদের মিল্লাতের চেয়ে সুপথপ্রাপ্ত কোন মিল্লাতের সাথে রয়েছ, নাকি কোন ভ্রষ্টতার দ্বার উম্মোচন করছ? আরেক বর্ণনায় এসেছে- তিনি এভাবে বলেছেন: তোমরা হয় অন্যায়ভাবে কোন বিদ'আতের প্রচলন করছ, অথবা জ্ঞানের দিক থেকে তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে ছাড়িয়ে গেছ। তখন তারা বললো: হে আবু 'আবদুর রহমান! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা কেবল কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তা করেছি। এবার তিনি বললেন: কত কল্যাণ প্রার্থীই রয়েছে যারা কখনো কল্যাণ পায় না।” [সুনানুদ দারিমী, কিতাবু কারাহিয়াতি আখযির রায়, হাদীস নং- ২০৩]

এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মূল কাজটি শারী'য়াত সম্মত হলেও তার পন্থা-পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার অধিকার কারো নেই। এটি সুস্পষ্ট বিদ'আত হিসেবে গণ্য। আর এরূপ পরিবর্তনের লক্ষ্য যতই মহৎ হোক না কেন শারী'য়াতের দৃষ্টিতে তা অগ্রাহ্য।

তিন. (البدعة التركية) তারকী বিদ'আত বা বর্জিত বিদ'আত: এমন বিদ'আত যা কোরআন এবং সুন্নায় বর্ণিত বিধানের বর্জনের মাধ্যমে করা হয়। যেমন- বিশেষ কোন 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পন্থা অবলম্বন করেননি তা করা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় উপভোগ করার অনুমোদন দিয়েছেন অধিক দীনদারী দেখিয়ে নিজে তা না করা ইত্যাদি। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ কোন শব্দমালা উচ্চারণ করে নামাযের নিয়্যাত বলেননি, শুধু তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করেই নামায আরম্ভ করেছেন। তাই এভাবে বিশেষ বাক্য উচ্চারণ করে নামাযের নিয়্যাত বলা বিদ'আত। আবার শারী'য়াত যেসব জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করেছে কেউ যদি সেগুলো থেকে কোনটিকে নিজের অধিক দীনদারী দেখানোর জন্য বর্জন করে তাহলে তাও হবে বিদ'আত। তবে শারী'য়াতের অনুমোদিত খাদ্য-দ্রব্য থেকে কেউ যদি কোনটিকে নিজের স্বাস্থ্যগত কারণে বর্জন করে তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই এবং তা বিদ'আতও নয়।

অধ্যায় ৪: শিরক ও বিদ'আতের ভয়াবহতা : কুরআন ও হাদীসের আলোকে

৪.১ কুরআনের আলোকে শিরকের ভয়াবহতা:

১. শিরক অমার্জনীয় পাপ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদারিত্বকে ক্ষমা করেন না।”
[সূরা আন-নিসা, ৪:৪৮]

২. শিরক পথভ্রষ্টতার কারণ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করে, সে তো গভীর বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।”
[সূরা আন-নিসা, ৪:১১৬]

৩. শিরক জান্নাত হারামের কারণ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।”
[সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৭২]

৪. শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম:

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“নিশ্চয়ই শিরক একটি মহা জুলুম।”
[সূরা লুকমান, ৩১:১৩]

৪.২ হাদীসের আলোকে শিরকের ভয়াবহতা:

১. শিরক জান্নাত থেকে বঞ্চনার কারণ:

ইবনে মাসউদ (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে মৃত্যু বরণ করে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।”
[সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯৩]

জ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” [সহীহ মুসলিম, হা/৯৩।]

২. শিরক সবচেয়ে ভয়াবহ পাপ:

হাদীসে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أكبر الكبائر الإشراك بالله

“সবচেয়ে বড় পাপ হলো আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা।”
[সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৯৭৬]

হাদীসে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشرك الأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ

“আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসের সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে শিরকে আসগর অর্থাৎ ছোট শিরক"। শিরকে আসগর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, ছোট শিরক হচ্ছে "রিয়া” অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা।” [সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৮-৪২৯, আস-সহীহা, হা/৯৫১।]

৩. শিরক থেকে বাঁচার দোয়া:

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم
“হে আল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে আপনার সঙ্গে শিরক করার থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা অজান্তে করেছি তার জন্য ক্ষমা চাই।”
[মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ৪/৪০৩]

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
“আমাকে এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো।” [সূরা ইবরাহীম: ৩৫]

৪.৩ কোরআনের আলোকে বিদ'আতের ভয়াবহতা:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ

“তাদের কি এমন কোনো অংশীদার আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান তৈরি করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?”
[সূরা আশ-শূরা, আয়াত ২১]

এ আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, দ্বীনের কোনো বিধান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া প্রবর্তন করা শিরক ও বিদ‘আতের শামিল। এমন কাজ আল্লাহর দ্বীনের বিকৃতি ও বিদ্রূপ হিসেবে গণ্য হয়।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ

“এটাই আমার সোজা পথ; সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং অন্য পথের অনুসরণ করো না, তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।”
[সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৩]

এখানে আল্লাহ তা'আলা সোজা পথ (রাসূলের সুন্নাহ ও কোরআনের পথ) অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্য পথ (বিদ‘আত ও গোমরাহী) থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, যা বিভক্তির জন্ম দেয়।

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরিস্কার প্রমাণ আসার পরও বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মতভেদ সৃষ্টি করে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।”
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৫]

যারা বিদ‘আত চালু করে তারা দ্বীনের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। এই আয়াত তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে।

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক থাকে কোনো ফিতনার মধ্যে পতিত না হয় বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের না এসে ধরে।”
[সূরা আন-নূর, আয়াত ৬৩-এর অংশ]

বিদ'আতকারী রাসূলের প্রকৃত আদর্শ থেকে সরে যায়। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির হুমকি।

৪.৪ হাদীসের আলোকে বিদ'আতের ভয়াবহতা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়—তা প্রত্যাখ্যাত (অগ্রহণযোগ্য)।”
[সহীহ বুখারী: 2697, সহীহ মুসলিম: 1718]

দ্বীনের মধ্যে নিজ ইচ্ছেমতো নতুন কিছু সংযোজন করা হলে তা কবুল হবে না; বরং প্রত্যাখ্যাত হবে।

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“নতুন আবিষ্কৃত বিষয় থেকে দূরে থাকো, কারণ প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী।”
[সুনান আবু দাউদ: 4607; তিরমিযি: 2676 - হাসান সহীহ]

কোনো বিদ‘আত ভালো নয়,সকল বিদ‘আতই বিভ্রান্তির কারণ।

... وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“...আর নিকৃষ্টতম কাজ হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়; আর প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী।”
[সহীহ মুসলিম: 867]

এই হাদীস রাসূল (সা.) সাধারণভাবে জুমআর খুতবায় বলতেন। এতে বিদ‘আতকে ‘নিকৃষ্ট কাজ’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

“আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। এদের সকলই জাহান্নামে যাবে, একদল ব্যতীত...” [সুনান ইবনে মাজাহ: 42, সহীহ হাদীস - হাসান]

এই হাদীস ইঙ্গিত দেয় যে বিদ‘আতের মাধ্যমে দলবাজি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, যা অধিকাংশকে জাহান্নামে পৌঁছাবে।

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحْدِثُونَ لَكُم مَا لَا تَعْرِفُونَهُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“আখেরি যুগে এমন কিছু লোক আসবে, যারা এমন নতুন জিনিস প্রচলন করবে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা চিনতে না। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকো।”
[সহীহ মুসলিম: 1435]

রাসূল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে বিদ‘আতীরা শেষ যুগে আবির্ভূত হবে, যারা দ্বীনের নামে নতুন নতুন কিছু প্রচলন করবে।

অধ্যায় ৫: ইসলামের ইতিহাসে শিরক বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ও প্রতিরোধ আন্দোলন

৫.১ শিরকের সূচনা ও প্রাথমিক অনুপ্রবেশ:

ইসলামের ইতিহাসে শিরকের সূচনা আদম (আ.)-এর পরবর্তী প্রজন্মে ঘটে। নূহ (আ.)-এর কালে মানুষ নেককার ব্যক্তিদের স্মরণে মূর্তি তৈরি করে, যা পরবর্তীতে পূজার বস্তুতে পরিণত হয়। কোরআন ও হাদিস থেকে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

তারা বলল, "তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না; এবং ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূস, ইয়াঊক ও নাসরকে পরিত্যাগ করো না।" [সূরা নূহ:২৩]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগণ নেক লোকদের স্মরণে ছবি তৈরি করত, এবং তাদেরকে পূজা করত।"
[সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৮৬]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"নূহ (আ.)-এর কওমের লোকেরা নেককারদের মূর্তি তৈরি করেছিল, এবং পরবর্তীতে তাদের পূজা শুরু করেছিল।" [সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯২০,মুসনাদ আহমাদ, হাদীস ৮৮৭৬]

৫.২ মক্কা ও আরব উপদ্বীপে শিরকের বিস্তার:

১. শিরকের সূচনা ও প্রসার:

আরবের মানুষ আদিকাল থেকে ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাওহিদভিত্তিক ধর্ম মেনে চলত। তারা কাবা ঘর নির্মাণ করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই একেশ্বরবাদ পরিবর্তিত হয়ে বহুদেবতাবাদ বা শিরকে রূপ নেয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَرَأَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

“তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, উজ্জা এবং তৃতীয় মানাতকে?” [সূরা আন-নাজম: ১৯-২০]

২. কাবাঘরকে মূর্তিপূজার কেন্দ্র বানানো:

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক বলেন, 'আমর ইবনু লুহাই' নামক এক নেতা শাম ভ্রমণ করে সেখানে মূর্তিপূজা দেখে আরবে তা চালু করে। সে হুবল নামক একটি মূর্তি কাবায় স্থাপন করে। এরপর আরবের প্রতিটি গোত্র তাদের নিজস্ব মূর্তি তৈরি করে তা কাবা বা নিজ নিজ এলাকায় পূজা করত।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“ইসমাইল (আ.)-এর ধর্মে সর্বপ্রথম পরিবর্তন আনে আমর ইবনু লুহাই। আমি তাকে জাহান্নামে তার নাড়ি টেনে হিঁচড়ে চলতে দেখেছি।” [সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: 2865]

কাবায় ৩৬০টি মূর্তির স্থাপন ছিল আরব সমাজের তাওহিদ থেকে সরে গিয়ে শিরকে নিমজ্জিত হওয়ার জীবন্ত প্রমাণ।

وَكَانَ فِي الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، قَدْ ثَبَّتَهَا الْمُشْرِكُونَ

“কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল, মুশরিকরা সেগুলো স্থাপন করেছিল।” [সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজি, হাদিস নম্বর: 4287]

৩. দেব-দেবী ও তাদের নাম:

আরবরা বিভিন্ন দেবতাকে পূজা করত, যেমন:

লাত: তায়েফে পূজিত হতো

উজ্জা: কুরাইশ গোত্রের প্রধান দেবী

মানাত: ইয়াসরিব ও মদিনার উপকূলে পূজিত হতো

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَرَأَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, উজ্জা এবং তৃতীয় মানাতকে?" [সূরা আন-নাজম: ১৯-২০]

৪. শিরকের ধরণ:

মূর্তিপূজা: ৩৬০টিরও বেশি মূর্তি কাবায় ছিল (ইবন আব্বাস(রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনা অনুযায়ী)

অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাস: তারা মনে করত এই দেবতারা রিজিক দেয়, বিপদে রক্ষা করে।

তাওয়াফ ও কোরবানি মূর্তির নামে করা হতো।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"আর তুমি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। যদি করো, তবে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা ইউনুস, আয়াত ১০৬]

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ

"বলো,তোমরা যাদের আল্লাহ ছাড়া ডাকো,তারা আকাশে ও জমিনে ধূলিকণার পরিমানও মালিক নয়”
[সূরা সাবা, আয়াত ২২]

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে কুফরি করেছে অথবা শিরক করেছে।”
[সহীহ বুখারী, কিতাবুল আইমান, হাদিস নম্বর: 6108,তিরমিযী, হাদিস: 1535 (সহীহ)]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি কুফরি করেছে।” [মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: 9532,আবু দাউদ, হাদিস: 3904 (সহীহ)]

৫.৩ ইসলামের আগমন ও শিরক প্রতিরোধ:

ইতিহাসের এমন এক অন্ধকার অধ্যায়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, যখন মানবজাতি শিরক, কুসংস্কার ও অনৈতিকতায় নিমজ্জিত ছিল। বিশেষ করে আরব উপদ্বীপে ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় এতটাই গভীর ছিল যে, মানুষ প্রকৃত স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে পাথর, গাছ, প্রাণী এমনকি মৃত ব্যক্তিকেও উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কাবা, যা একসময় ইব্রাহিম (আ.)-এর তাওহিদের প্রতীক ছিল, তাও ৩৬০টি মূর্তির আবাসে পরিণত হয়।
এই সময়ে মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেন এমন একটি বার্তা নিয়ে যা ছিল সমস্ত শিরক, জাহিলিয়াত ও বিভ্রান্তি দূর করে এক আল্লাহর প্রতি

একনিষ্ঠ ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য। ইসলাম শুধু একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা নয়, বরং এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব যা তাওহিদের ভিত্তিতে মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা, নৈতিকতা, ইনসাফ ও আত্মশুদ্ধির দিশা দেয়।

ইসলামের মূলনীতি ছিল: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এই বিশ্বাসের মাধ্যমে ইসলাম মানবজাতিকে শিখিয়েছে যে, প্রকৃত উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, এবং যেকোনো অলৌকিক ক্ষমতার মালিক, সাহায্যদাতা, বিপদমোচক কেবল তিনি; কোনো পীর, দরবেশ, মূর্তি, জ্বিন বা ফেরেশতা নয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আগমন করেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি কাবা থেকে ৩৬০টি মূর্তি অপসারণ করেন এবং তাওহীদের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করেন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশসহ: 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত (মিথ্যা উপাস্য)-কে পরিহার কর।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ

"বলুন: আমার নামায, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু—সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের রব। তাঁর কোনো শরীক নেই।" [সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৬২-১৬৩]

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"বলুন: সত্য এসেছে, আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই যোগ্য।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮১]

(নবীজি কাবা থেকে মূর্তি ভাঙার সময় এই আয়াত পাঠ করেন, সহীহ বুখারী: 2478)

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

“আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।” [সহীহ বুখারী, হাদিস: 25,সহীহ মুসলিম, হাদিস: 22]

ইসলামের আবির্ভাব শুধু একটি নতুন ধর্মের সূচনা নয়, বরং এটি ছিল একটি দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লব, যেখানে মানুষকে নিজ সৃষ্টিকর্তার সাথে সরাসরি সংযোগের আহ্বান জানানো হয়। শিরকের জঞ্জাল, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ একটি জাতিকে ইসলাম মুক্ত করেছে আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান ও নৈতিকতার আলোকে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এই বিপ্লবের অগ্রদূত, যিনি আল্লাহর আদেশে শিরকের সমস্ত রূপ—মূর্তিপূজা, অলৌকিক বিশ্বাস, জ্যোতিষচর্চা, তাবিজ-কবজ নির্ভরতা—সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেন।

৫.৪ বিদ'আতের সূচনা ও ইসলামে বিদ'আতের আগমন:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করেছি।” [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩]

এই আয়াত হিজরি ১০ সালের ৯ই জিলহজ্বে নাজিল হয়, হজ্বাতুল বিদা’র সময়। এই ঘোষণার পর আর কোনো নতুন দ্বীনী কাজ সংযোজনের সুযোগ থাকে না। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে যে কোনো নতুন ধর্মীয় রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, তা বিদ‘আত।

বিদ‘আতের প্রথম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে:

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে বিদ‘আতের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে:

খারেজীদের উদ্ভব (যারা আলী রা. ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল)

রাফেযী ও শী‘আ চিন্তাধারা (যারা সাহাবীদের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত বিশ্বাস চালু করে)

কাদারিয়া ও জাহমিয়া ফেরকা (আক্বীদাগত বিদ‘আত)

এই ফেরকাগুলোর সৃষ্টি রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঘটেছে।

রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী:

" وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي"...

“তোমরা আমার পর অনেক মতভেদ দেখবে, তখন আমার সুন্নাহ এবং খলিফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো।”
[সুনান আবু দাউদ: 4607, তিরমিযি: 2676 - হাসান সহীহ]

রাসূল (সা.) তাঁর ইন্তেকালের পর মতভেদ (ফিরকা ও বিদ‘আত) সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً وَرَآهَا حَسَنَةً، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ

“যে ব্যক্তি ইসলামে নতুন কিছু সৃষ্টি করে এবং একে ভালো মনে করে, সে ধারণা করে বসে যে মুহাম্মাদ (সা.) দ্বীনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি।”
[আল-ই‘তিসাম, ইমাম শাতিবী]

বিদ‘আতের মূল সূচনা রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর, যখন মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে থেকে ধর্মীয় কাজ চালু করতে শুরু করে।

প্রথমদিকে খারেজী, শী‘আ, কাদারিয়া, জাহমিয়াদের মধ্য দিয়ে এই বিদ‘আতের রূপ দেখা যায়।
বিদ‘আতের কারণ ছিল: কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে কিয়াস, হাওয়া-নফস ও রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করা।

৫.৫ বাংলার ইতিহাসে শিরক বিদ'আতের প্রতিরোধ আন্দোলন:

ক. ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮শ শতাব্দী)

ওয়াহাবী আন্দোলন ১৮শ শতকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩–১৭৯২ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপে গড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের তাওহিদভিত্তিক বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজ থেকে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার নির্মূল করা। তিনি মনে করতেন মুসলিম সমাজ এক আল্লাহর উপাসনা থেকে সরে গিয়ে মাজারপূজা, কবরকে কেন্দ্র করে মান্নত করা, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক, পীর-ভক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শিরকে জড়িয়ে পড়েছে। তিনি এসব কর্মকাণ্ডকে সরাসরি শিরক আখ্যা দিয়ে এগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর প্রচারণা চালান এবং কোরআন ও সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে ইবাদত ও জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান। ওয়াহাবী চিন্তাধারার সঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে সৌদের রাজনৈতিক মেলবন্ধন ঘটে, যার ফলে এই আন্দোলন একটি শক্তিশালী রূপ নেয় এবং প্রথম সৌদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি হয়। পরবর্তীতে এই আন্দোলন সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয় এবং উপমহাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও শিরকবিরোধী চেতনায় প্রভাব ফেলতে থাকে। ইসলামী আকীদার বিশুদ্ধতায় ওয়াহাবী আন্দোলন একটি বড় ভূমিকা রাখে, যদিও এটি বিভিন্ন মতবিরোধ ও আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়।

[আল-রশীদ, মাদওয়ী. আ হিস্ট্রি অব সাউদি আরব, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০।

কমিন্স, ডেভিড. দ্য ওয়াহাবি মিশন অ্যান্ড সাউদি আরব, আই.বি. টোরিস, ২০০৬।]

খ. ফরায়েজী আন্দোলন (বাংলাদেশ)

ফরায়জী আন্দোলন ১৯শ শতকের প্রথমভাগে বাংলায় হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১–১৮৪০ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে, যার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনার পুনর্জাগরণ, শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার দূর করা এবং ফরজ আমলসমূহ (ফরায়েজ) পালন করা। তিনি আরব দেশে পড়াশোনার পর ফিরে এসে দেখেন বাংলার মুসলমান সমাজ হিন্দু প্রভাবিত নানা অইসলামী প্রথা যেমন—পীর পূজা, ওরস, গাজীর গান, তাবিজ-কবজ, মৃতব্যক্তিকে

উৎসর্গকৃত মান্নতসহ নানা শিরক ও বিদআতের চর্চায় লিপ্ত। শরীয়তুল্লাহ এসব কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে শিরক ও গোমরাহি হিসেবে চিহ্নিত করে কোরআন-হাদিসের আলোকে একটি শুদ্ধ সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তাঁর পুত্র দুদু মিয়া আন্দোলনকে আরও সংগঠিত করে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ শুরু করেন। ফরায়জী আন্দোলন বাংলার মাটিতে শিরকমুক্ত ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমে এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত।

[করিম, কেএম. বাংলাদেশে ওয়াহাবি প্রভাব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল, ২০০৪।

উদ্দিন, সুফিয়া এম. বাংলাদেশের নির্মাণ: ধর্ম, জাতিসত্তা ও ভাষা এক ইসলামিক জাতির মধ্যে, ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা প্রেস, ২০০৬।]

গ. তিতুমীরের আন্দোলন

তিতুমীর আন্দোলন ১৯শ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলায় নবাব সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২–১৮৩১ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে গঠিত হয়, যা ছিল একটি দ্বিমুখী আন্দোলন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় মাত্রায়। মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি বাংলার মুসলমানদের ধর্মচর্চায় শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ও হিন্দুয়ানী প্রভাব দেখে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হন এবং ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহিদের দিকে আহ্বান জানান। তিনি মাজারপূজা, পীর-ভক্তি, মৃতের নামে মান্নত, লোক দেখানো ইবাদতসহ যাবতীয় বিদআতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন এবং মুসলমানদের কোরআন-হাদিস ভিত্তিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন। একইসাথে তিনি জমিদার ও ইংরেজ শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী সংগ্রাম গড়ে তোলেন, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে নারকেলবাড়িয়া দুর্গ নির্মাণ ও ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধে। ধর্মীয় শুদ্ধি ও রাজনৈতিক মুক্তির সম্মিলন ঘটিয়ে তিতুমীরের আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে শিরকবিরোধী ইসলামী সংগ্রামের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

[চ্যাটার্জি, পার্থ. জাতি ও তার টুকরো: উপনিবেশী ও পরবর্তী উপনিবেশী ইতিহাস, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩।
আহমেদ, ওয়াকিল. বাংলার মুসলমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ২০০১।]

অধ্যায় ৬: সমসাময়িক সমাজে শিরক বিদ'আতের প্রচলিত রূপ

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তি হলো তাওহিদ;এক আল্লাহর উপাসনা ও একমাত্র তাঁর ওপর নির্ভরশীলতা। এই বিশ্বাসের পরিপন্থী যা কিছু, তা শিরক নামে পরিচিত, যা ইসলামে সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষমার অযোগ্য (তাওবা না করলে) অপরাধ হিসেবে গণ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরককে ক্ষমা করেন না, তবে তিনি যাকে ইচ্ছা অন্য সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, সে এক মহাপাপের কাজ করল।" [সূরা নিসা, আয়াত ৪৮]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকে (ইবাদত করে) মারা গেল, সে জাহান্নামে যাবে।" [সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৪৯৭]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতিকে দান করেছেন। এই দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। ইসলামে এমন কোনো ইবাদত বা কর্মপদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয় যা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের যুগে ছিল না। এর বিপরীত কোনো নতুন আমল বা রীতিনীতি চালু করা হলে তা "বিদআত" হিসেবে গণ্য হয়। বিদআত দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

“যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”
[সহিহ বুখারী 2697,সহিহ মুসলিম1718]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

“তোমরা নতুন নতুন উদ্ভাবিত কাজ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা প্রতিটি নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী।”
[সুনানে আবু দাউদ4607, তিরমিযি 2676]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ۚ

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”
[সূরা মায়িদাহ:০৩]

তবে সময়ের বিবর্তনে শিরকের ও বিদ’আতের প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকাশেও পরিবর্তন এসেছে। আজকের সময়ে শিরক বিদ'আতের অনেক সূক্ষ্ম ও আত্মপ্রকাশ করেছে, যা বাহ্যত ধর্মীয় না হলেও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একজন সাধারণ মুসলমান অনেকক্ষেত্রে না জেনে বা বুঝে এসব শিরক বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়।বর্তমান সময়ে প্রচলিত এমন কিছু শিরকের বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

৬.১ রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আংটি, তাগা, সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِهِ أَوْ

أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“বলো: তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? বলো: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।নির্ভরকারীরা তারই উপর নির্ভর করে।”
[সূরা আয যুমার: ৩৮]

ইমরান ইবনে হুসাইন রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدً

“নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে পিতলের একটি বালা দেখলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বললেন: এটা খুলে ফেল। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না” [যঈফ: ইবনে মাজাহ হা/৩০৩১। ইমাম আলবানী (৮) এ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২১৯৫।]

উকবা বিন আমের রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি "মারফু" হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ

“যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক পরিধান করে, আল্লাহ যেন তার রোগ ভাল না করেন (উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন)" [যঈফ: আয-যঈফাহ হা/১২৬৬।]

ইবনে আবি হাতেম হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন, "জ্বর নিরাময়ের জন্য হাতে সূতা বা তাগা পরিহিত অবস্থায় একজন লোককে দেখতে পেয়ে তিনি সেটি কেটে ফেললেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী অধিকাংশ মানুষ শিরককারী।" [সূরা ইউসুফ: ১০৬]

৬.২ ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবচ:

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু বাশীর আল-আনসারী () থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ لا

يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةً مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلادَةً إِلَّا قُطِعَتْ

"কোন এক সফরে তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলেন। তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সংবাদ বাহক পাঠিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, কোন উটের গলায় যেন কোন ধনুকের রশির মালা বা হাড় বাঁধা না থাকে, আর থাকলে যেন কেটে ফেলা হয়।" [সহীহ বুখারী হা/৩০০৫, মুসলিম হা/২১১৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شرك

"ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ ও যাদু-টোনা করা শিরক।"
[সহীহ: আবু দাউদ হা/৩৮৮৩]

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَ إِلَيْهِ
"যে ব্যক্তি কোন জিনিস লটকায়, সে উক্ত জিনিসের দিকেই সমর্পিত হয়।" অর্থাৎ এর কুফল তার উপরই বর্তায়।
[হাসান: তিরমিযী হা/২০৭২]

তাবিজ-কবচ হচ্ছে এমন জিনিস, যা চোখ লাগা বা কু-দৃষ্টি লাগা থেকে বাঁচার জন্য সন্তানদের গায়ে ঝুলানো হয়। ঝুলন্ত জিনিসটি যদি কুরআনের অংশ হয়, তাহলে সালফে সলিহীনের কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ অনুমতি দেননি বরং এটাকে শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বলে গণ্য করেছেন। ইবনে মাসউদ এ অভিমতের পক্ষে রয়েছেন।

রুকা(الرقى) বা ঝাড়-ফুঁককে (عزائم) আযায়েম নামেও অভিহিত করা হয়। যে সব ঝাড়-ফুঁক শিরকমুক্ত, তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখের কু-দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ দূর করার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

রোগীর উপর কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করা অথবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহর নিকটে রোগ মুক্তি চাওয়া। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁক জায়েয। কারণ রসূল ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, এর আদেশ দিয়েছেন এবং একে জায়েয বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আওফ ইবনে মালিক রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ
بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

“জাহিলিয়াত যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের ঝাড়-ফুঁকগুলো আমার সামনে পেশ করো। যে ঝাড়-ফুঁকে শিরক নেই তা করতে কোন অসুবিধা নেই।” [সহীহ মুসলিম হা/২২০০, সহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৮৮৬।]

তিওয়ালা(التولة)অর্থাৎ কবচ এমন জিনিসকে বলা হয়, যা তারা তৈরী করত এবং ধারণা করতো এটি স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে।

রুআইফি রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রদ্বীইয়াল্লাহু চনহু বর্ণনা করেন যে, একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুআইফিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَيَاةَ تَقُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ حِيْتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا, أو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ

“হে রুআইফি! তোমার হায়াত সম্ভবত দীর্ঘ হবে। তুমি লোকজনকে এই কথা জানিয়ে দিয়ো, "যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা লাগাবে অথবা গলায় তাবিজ-কবচ লটকাবে অথবা পশুর গোবর কিংবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।” [সহীহ: আবু দাউদ হা/৩৬, নাসাঈ হা/৫০৬৭।]

সাঈদ ইবনে জুবাইর রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ

“যে ব্যক্তি কোনো মানুষের তাবিজ-কবচ ছিড়ে ফেলবে বা কেটে ফেলবে সে একটি গোলাম আযাদ করার মত কাজ করল।” [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা। ইমাম ওয়াকী ইবনুল জারাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীছের সনদ দুর্বল।]

ইবরাহীম নাখঈ রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন,

كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلُّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ

“তারা সব ধরনের তাবীজ-কবচ অপছন্দ করতেন। চাই তা কুরআন থেকে হোক বা অন্য কিছু থেকে হোক।” [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা]

৬.৩ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম/শপথ করা:

হাল্ফ الحلف শব্দটির প্রতিশব্দ হল ইয়ামীনুন اليمين । হাল্ফ বা ইয়ামীন শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ: কসম করা, শপথ করা ও প্রতিজ্ঞা করা। ইসলামের পরিভাষায় হাল্ফ বা শপথ হলো: বিশেষভাবে কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা বস্তুর নাম উল্লেখ করে কোন বিষয়কে সুদৃঢ় বা মজবুত করা। আর সম্মান পাওয়া আল্লাহর অধিকার। অতএব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহ্ এবং তার নাম ও গুণাবলীর দ্বারাই শপথ করতে হবে। তারা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন

যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা যাবে না। [কিতাবুত্তাহীদের উপর ইবনে কাসেম প্রদত্ত টিকা ৩০৩ পৃষ্ঠা।]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শিরক। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে সে কুফরী এবং শিরক করে।” [ছহীহ: তিরমিযী হা/১৫৩৫, মুসনাদে আহমাদ হা/৬০৭২, বাইহাকী সুনানুন কুবরা হা/১৯৮২৯, আবূ দাউদ হা/৩২৫১, ইবনে হিব্বান হা/৪৩৫৮।]

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। কিন্তু শপথকারীর নিকটে শপথকৃত জিনিস যদি এমন সম্মানের পর্যায়ে পৌঁছে যায় যাতে তার ইবাদত করা হয় তবে তা শিরকে আকবার বা বড় শিরকে পরিণত হয়। যেমন: বর্তমান কবর পূজারীদের অবস্থা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ

“যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।” [সূরা আল্ কুলাম ৬৮:১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

“আর তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো।” [সূরা আল্ মায়িদা ৫:৮৯।]

অর্থাৎ প্রয়োজন এবং সত্য নেকীর কাজ ব্যতীত তোমরা শপথ করবে না। কারণ অতিরিক্ত ও মিথ্যা শপথ করা আল্লাহকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করার পরিচায়ক। তা তাওহীদ বা একত্বের পূর্ণতার পরিপন্থী।

৬.৪ সৃষ্টির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও বিপদে উদ্ধার কামনা করা:

আল্ ইসতিআনাহ (الاستعانة) : যার অর্থ কোন বিষয়ে সাহায্য, সহযোগিতা ও শক্তি প্রার্থনা করা।

আল্ ইস্তিগাসাহ (الاستغاثة) : যার অর্থ বিপদে উদ্ধার কামনা করা বা কোন সমস্যা দূরিকরণে ফরিয়াদ করা।

সৃষ্টির নিকট ফরিয়াদ কামনা ও সাহায্য প্রার্থনা করা দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার: সৃষ্টিজগতের কেউ যে কাজ করতে সক্ষম সে কাজে তার সাহায্য চাওয়া এবং উদ্ধার কামনা করা বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় একে অন্যের সাহায্য কর।” [সূরা আল মায়িদা ৫:২।]

মূসা আলাইহিস সালাম এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

“অতঃপর যে তার নিজ দলের সে তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।” [সূরা আল্ ক্বাসাস ২৮:১৫।]

এর আরো উদাহরণ হলো, যুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে মানুষ যা করতে সক্ষম সে বিষয়ে তার সাহায্য চাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: যে কাজ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয় সে কাজে সৃষ্টিজীবের নিকটে সাহায্য চাওয়া ও ফরিয়াদ জানানো।

যেমন: যে কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয় সে বিষয়ে মৃত এবং জীবিত ব্যক্তিদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ জানানো। এর অন্যতম হলো: গাইরুল্লাহর নিকটে রোগীদের

রোগ মুক্তি কামনা করা, মহা বিপদ-আপদ ও ক্ষতিকারক জিনিস প্রতিহত করার আবেদন জানানো। শিরকে আকবার (বড় শিরক) হওয়ার দরুন সৃষ্টিজীবের নিকট এ প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা ও ফরিয়াদ জানানো অবৈধ। নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এক মুনাফিক ছিল, যে মুমিনগণকে কষ্ট দিত। তাদের কতেকে বললেন: চলুন আমরা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এ মুনাফিকের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ফরিয়াদ জানাই। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله

“আমার নিকটে ফরিয়াদ জানানো যাবে না। কেবল মাত্র আল্লাহর নিকটেই উদ্ধার কামনা করতে হবে।” [তাবারানী]

নিজের জীবদ্দশায় সামর্থিত বিষয়ে ফরিয়াদ শব্দটি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের সংরক্ষণ ও শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়া। স্বীয় স্রষ্টার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও বিনয় শিক্ষা দেয়া এবং কথা ও কাজে সকল প্রকার শিরক থেকে উম্মাতকে সতর্ক করা।

৬.৫ আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা:

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"তুমি বলো, আমার স্বলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তার কোন শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আনুগত্যশীল”।
[আন'আম: ১৬২-১৬৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে স্বলাত পড়ো এবং কুরবানী করো।” [সূরা কাউসার: ২]

আলী রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন:

»لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهُ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَنَارَ الْأَرْضِ«

“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে, তার উপর আল্লাহর লা'নত।”
[সহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮]

তারিক ইবনে শিহাব রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ, قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلآخَرِ : قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَضرِبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ«

“এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, এমনটি কিভাবে হলো? তিনি বললেন: দু'জন লোক এমন একটি গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের একটি মূর্তি ছিল। উক্ত মূর্তির জন্য কোন কিছু উৎসর্গ না করে কেউ সে স্থান অতিক্রম করতো না। উক্ত কওমের লোকেরা দু'জনের একজনকে বললো, ‘মূর্তির জন্য তুমি কিছু নযরানা পেশ করো।’ সে বললো, ‘নযরানা দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই।’ তারা বলল, ‘অন্তত: একটি মাছি হলেও নযরানা স্বরূপ দিয়ে যাও।’ অতঃপর সে একটা মাছি মূর্তিকে উপহার দিল। তারা লোকটির পথ ছেড়ে দিল। এর ফলে সে জাহান্নামে গেল। অপর ব্যক্তিকে তারা বললো,

'মূর্তিকে তুমিও কিছু নযরানা দিয়ে যাও।' সে বলল: 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নৈকট্য লাভের জন্য আমি কাউকে কোন নযরানা দেই না।' এর ফলে তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল। এতে সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" [সহীহ মওকুফ: মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১০/৯৯, হা/৩৩৭০৯, বাইহাকী শুয়া ঈমান ৫/৪৮৫, আহমাদ ২/৭৫]

৬.৬ আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক:

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী।" [সূরা আদ দাহার: ৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

" যা কিছু তোমরা খরচ কর আর যা কিছু মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।" [সূরা আল বাকারা: ২৭০]

সহীহ বুখারীতে আয়িশা রদ্বীইয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মানত করে, সে যেন তা পূরণ করার মাধ্যমে তার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মানত করে সে যেন তার নাফরমানী না (মানত যেন পূরণ না করে) করে।" [সহীহ বুখারী হা/৬৬৯৬।]

৬.৭ কবরপূজা:

ইসলাম কবরের পবিত্রতা রক্ষা ও মৃত্যুকে স্মরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা বৈধ মনে করে। তবে কবরে সিজদাহ, মানত, স্পর্শ করে বরকত হাছিল, চুমুদান, প্রদীপ জ্বালান,

প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতিকে ইসলাম শির্কের অংশ মনে করে। কবর সম্পর্কে ইসলামের বাণী অত্যন্ত পরিস্কার। বর্ণিত হয়েছে:

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه

“রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।” ['আবু-দাউদ, প্রাগুক্ত, ৩ খ, পৃ. ২১৩।]

অন্য বর্ণনায় এসেছে:

عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور

হযরত জাবির রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরসমূহ চুনকাম করে বাঁধাই করতে নিষেধ করেছেন।” [ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৬৬৭।] এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মূলত: এর কারণ হচ্ছে, যিনি কবরের মধ্যে রয়েছেন, তাকে যেন কেউ ইবাদত না করে, সে পথ বন্ধকরণ। যেমন কুরতুবী (রহ.) বলেছেন:

وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها

এ সবকিছু এ জন্য যে, কবরে যিনি রয়েছেন, যাতে তিনি ইবাদতের মাধ্যমে না হন তার দরজা বন্ধ করা। [শাঈখ, সুলাইমান ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব, তায়সীবুল আযীযিল হাদীস ফি শারহি

কিতাবিত তাওহীদ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বায়রুপত ও দামিশক, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৭ হি।]

কবরবাসীর কাছেও কোনো কিছু চাওয়া আজ অনেকটা সংস্কৃতির অংশ মনে করা হয়।এটিও পরিষ্কার শিরক, এ থেকে মুসলিমদের মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কবর গাঁথা, কবরবাসীকে সম্মান দেখানোর লক্ষ্যে কবরে বাতি দান, পুষ্পমাল্য অর্পণ পার্থিব বিচারেও পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। কক্ষণো নয়। এইসব কর্মকাণ্ড মূলত মৃতব্যক্তির প্রতি এমন অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শনের

জন্য হয়ে থাকে, যা ইসলাম কক্ষণো অনুমোদন করে না। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ, শাহাজালাল, খান জাহান আলী, বায়েজীদ বোস্তামী প্রমুখ আল্লাহর অলীদের কবরকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পূজার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। এ সমস্ত জায়গায় যাওয়াকে মানুষ পুণ্যের কাজ মনে করে। এদেশের কবরস্থানে পাকা কবরের সংখ্য বেশি। এ দেশের পথে ঘাটে পীর, সুফী ও অলীদের যেমন: বদনা শাহ, ডাল চাল শাহ, শেয়াল শাহ, মিসকিন শাহ প্রভৃতি নামে হাজার হাজার মাজার তৈরি করা হয়েছে এগুলো মূলত: এ দেশের মানুষদের শিরকে নিমজ্জিত হওয়ার পথকে আরো উন্মুক্ত করেছে।

৬.৮ প্রদর্শনেচ্ছা:

রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) হলো এমন একটি গোপন শিরক, যার দ্বারা একজন মানুষ তার ইবাদত অন্য মানুষের দৃষ্টিতে সুন্দর করে তুলতে চায়। এটি একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি, যা মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

ألا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟

"আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি, তা হলো ছোট শিরক। সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী?' তিনি বললেন: 'রিয়া।' কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, 'যাদের জন্য তোমরা দুনিয়াতে আমল করেছিলে, তাদের কাছেই যাও; দেখো, তাদের কাছে তোমাদের কোনো প্রতিদান আছে কি না।"
[মুসনাদ আহমদ: ২৩৬৩০; সহীহ: শু'আইব আল-আর্ণাউত]

আরও একটি হাদীসে আল্লাহ বলেন (হাদীস কুদসী):

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه

"আমি শিরকমুক্তদের মধ্যে সর্বাধিক মুক্ত। কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, তাহলে আমি তাকে ও তার শরিককৃত আমল উভয়কেই বর্জন করি।"
[সহীহ মুসলিম: ২৯৮৫]

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ বলেন:
مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ
"যারা দুনিয়ার জীবন ও তার শোভা-সজ্জা চায়, আমি তাদের আমল তাদের দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে দিয়ে দিই এবং সেখানে তাদের কোনো ঘাটতি করা হবে না। তারা হচ্ছে সেইসব লোক, যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।"
[সূরা হূদ, ১১:১৫-১৬]

আরও বলেন:

فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا

"অতএব, যে কেউ তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।"
[সূরা আল-কাহফ, ১৮:১১০]

রিয়া এমন এক সূক্ষ্ম ব্যাধি যা অজ্ঞাতসারে নেক আমলকেও বরবাদ করে দেয়। তাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের ইবাদত করা উচিত, অন্যথায় রিয়ার কারণে সব আমল নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে।

৬.৯ ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন:

নবীজী (সা.)-এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে মিছিল, গান, আলো, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। অথচ নবী (সা.), সাহাবা, তাবিঈন কেউই এটি পালন করেননি।

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

[সহীহ বুখারী: ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম: ১৭১৮]

৬.১০ চেহলাম / কুলখানি / নির্দিষ্ট দিনে দোয়া:

কারো মৃত্যুর পর ৩ দিন, ১০ দিন, ৪০ দিন বা ১ বছরে খাবার বিতরণ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। এটি মূলত হিন্দু সংস্কৃতি থেকে ইসলামে ঢুকে পড়া একটি বিদআত।

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে নিয়ে যায়।"
[সুনান আন-নাসাঈ: ১৫৭৮]

৬.১১ নামাজ শেষে সমবেত উচ্চস্বরে জিকির:

বর্ণনা: অনেক মসজিদে দেখা যায়, নামাজ শেষে ইমাম বা জামাতের সবাই একসাথে জিকির করে থাকেন। অথচ রাসূল (সা.) ও সাহাবিদের আমলে এমনটি ছিল না।

ما رأينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

"আমরা রাসূল (সা.)-এর সাহাবিদের কাউকে এমন করতে দেখিনি।"
[সুনান আদ-দারিমি: ২০৯]
৬.১২ মাজারে গিয়ে দোয়া করা, কবর ছুঁয়ে বরকত নেওয়া:

অনেকেই অলী-আওলিয়ার কবরের সামনে গিয়ে দোয়া করেন, স্পর্শ করেন বা কাপড় বেঁধে দেন। এটি সহিহ আকীদার পরিপন্থী ও শিরকের দিকে ধাবিত করে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য চাই।"
[সূরা: ফাতিহা, আয়াত: ৫]

৬.১৩ শবে বরাত উদযাপন:

শাবান মাসের ১৫ তারিখে মিষ্টি বিতরণ, রাত্রি জাগরণ, বিশেষ নামায ইত্যাদি পালন করা হয়। অথচ এর কোনো সহীহ দলীল নেই।

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ...

"আল্লাহ শাবানের মধ্য রাতে তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন..."

[ইবনু মাজাহ: ১৩৮৮ জঈফ (দুর্বল) বলে চিহ্নিত]

৬.১৪ মৃতদের কাছে সাহায্য চাওয়া (ইস্তিগাসা বিল আমওয়াত):

কেউ কেউ মৃত অলীদের কাছে 'ইয়া গাউস, ইয়া মঈন' বলে সাহায্য চান, যা তাওহীদের পরিপন্থী এবং স্পষ্ট বিদআত।

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

"আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে আহ্বান করো না, যা তোমার কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।"
[সূরা: ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

অধ্যায় ৭: শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করণীয়

শিরক বা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা ইসলামে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। এটি তাওহীদের পরিপন্থী এবং এমন একটি গুনাহ, যা ক্ষমার অযোগ্য যদি তা থেকে কেউ তাওবা না করে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে শিরক করে; তবে তিনি যাকে ইচ্ছা, এর নিচে যেকোনো গুনাহ ক্ষমা করেন।"
[সূরা আন-নিসা, ৪:৪৮]

বিদ'আত বা ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন করা ইসলাম ধর্মের একটি মারাত্মক বিপদ। এটি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযুক্ত করা, যা রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ পালন করেননি। এটি ইসলামকে বিকৃত করে এবং প্রকৃত তাওহীদ ও সুন্নাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদ'আতের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"তোমরা নতুন সৃষ্টি (বিদ'আত) থেকে সাবধান থাকো, কেননা প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী।"
[আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬০৭]

আরও বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন চালু করল, যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"
[সহীহ বুখারী: ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম: ১৭১৮]

শিরক ও বিদ'আত মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম হুমকি। তাই শিরক বিদ'আতের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য সুসংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। নিচে শিরক বিদ'আত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় তুলে ধরা হলো:

৭.১ তাওহীদের সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষা দেওয়া:

শিরক বিদ'আত প্রতিরোধে সর্বপ্রথম করণীয় হলো তাওহীদের সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষা দেওয়া। তাওহীদ শুধু মুখে বলার বিষয় নয়, বরং জীবনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করাই হলো তাওহীদ। যদি মানুষ আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনে নেয়, তাহলে সে কখনোই শিরক বিদ'আতের দিকে ধাবিত হবে না। আল্লাহ বলেন:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ, ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

"বলুন: তিনিই আল্লাহ, একমাত্র; আল্লাহ সকল কিছু থেকে নির্ভরমুক্ত, অথচ সবকিছু তাঁর উপর নির্ভরশীল।"
[সূরা আল-ইখলাস, ১১২:১-২]

তাওহীদ শেখানো এবং তা সমাজে প্রচার করা একটি ফরজ দায়িত্ব, যাতে মানুষ শিরক বিদ'আত থেকে দূরে থাকতে পারে।

৭.২ শিরক বিদ'আতের প্রকারভেদ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা:

অনেক মানুষ শিরক বিদ'আতের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। শিরক বিদ'আত শুধু মূর্তি পূজা নয়; বরং দোয়া, সাহায্য, ভালোবাসা, ভয়, আশা এসব ক্ষেত্রেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করলে তা শিরকে পরিণত হয়।

রাসূল (সা.) বলেন:

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر... الرياء

"তোমাদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে ভয় হয় ছোট শিরকের। তা হলো—রিয়া।"
[মুসনাদ আহমদ: ২৩৬৩০]

তাই সমাজে শিরকের এই সূক্ষ্ম রূপ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

৭.৩ বিশুদ্ধ আকীদাভিত্তিক দ্বীন চর্চা করা ও প্রচার করা:

শিরক বিদ'আতের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হলো বিশুদ্ধ আকীদা বা বিশ্বাস এবং সুন্নতের চর্চা।অনেক মানুষ বিদআত ও কুসংস্কারকে দ্বীনের অংশ মনে করে শিরকে লিপ্ত হয়। তাই সহীহ কুরআন ও হাদীসভিত্তিক ইসলাম শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

“তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর প্রতি দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।”
[সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫]

আকীদা ঠিক না হলে ইবাদতের সবই ব্যর্থ হতে পারে। এজন্য উম্মতের মধ্যে বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

৭.৪ সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদআতের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা:

বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, তাবিজ-কবচ, পীর পূজা, মাজারে মানত করা, গাছ বা পাথরে আশ্রয় নেয়া ইত্যাদি আজও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান। এগুলো সরাসরি শিরকের শামিল। এ থেকে উম্মতকে রক্ষা করতে হবে।

রাসূল (সা.) বলেন:

من علق تميمة فقد أشرك

“যে তাবিজ ঝুলালো, সে শিরক করল।”
[মুসনাদ আহমদ: ১৭৪৪০]

এই কুসংস্কার থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে ইলম, দাওয়াত এবং সাহসিকতা প্রয়োজন।

৭.৫ দাওয়াতি কাজ ও সমাজ সংস্কারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা:

শিরক বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার অন্যতম উপায় হলো সমাজে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছানো। প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব, সে নিজ পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজকে সত্যের দিকে আহ্বান করবে।

আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।"
[সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪]

একটি সুস্থ ইসলামী সমাজ গঠনে সকলকে দাওয়াতি ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হবে।

৭.৬ রিয়া বা লোক দেখানো আমল থেকে নিজেকে এবং সমাজকে রক্ষা করা:

শিরকের একটি মারাত্মক রূপ হলো "রিয়া" বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। অনেকেই নামাজ, দান বা হজ শুধু মানুষের প্রশংসার জন্য করে। অথচ আল্লাহ তা কখনো গ্রহণ করেন না।

হাদীস কুদসীতে আল্লাহ বলেন:

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه

"আমি সকল অংশীদারদের চেয়ে সবচেয়ে নির্ভরমুক্ত। যে আমার সাথে অন্যকে শরিক করে কোনো কাজ করে, আমি তাকে ও তার আমলকে প্রত্যাখ্যান করি।"
[সহীহ মুসলিম: ২৯৮৫]

তাই আমলের বিশুদ্ধ নিয়্যাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত।

৭.৭ সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই শিরক বিদ'আত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া:

শিরক বিদ’আত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে পরিবার থেকেই এর ভিত্তি তৈরি করতে হবে। তাই উম্মতে মুসলিমার অন্যতম করণীয় হলো সন্তানকে ছোট থেকেই এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। শিশুদের মন কোমল ও গ্রহণক্ষম থাকে, তাই তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই তাওহীদের শিক্ষা এবং শিরক বিদ'আতের ভয়াবহতা বোঝানো জরুরি।

কুরআনের ভাষায়, হযরত লুকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“যখন লুকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তিনি বলেছিলেন: ‘হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করো না। নিশ্চয়ই শিরক এক মহা অন্যায়।”
[সূরা লুকমান, ৩১:১৩]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, পিতামাতার দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া এবং শিরকের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা।

রাসূল (সা.) নিজেও ছোট শিশুদের মাঝে ইমানি চেতনা তৈরি করতেন। হাদীসে এসেছে:

يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ

“হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিচ্ছি: তুমি আল্লাহকে হিফাযত করো (তাঁর নির্দেশ মানো), তিনি তোমাকে হিফাযত করবেন।”
[তিরমিযি: ২৫১৬]

এই হাদীস প্রমাণ করে যে শিশুদের মাঝে আল্লাহভীতি, ঈমান, এবং শিরকের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া, বর্তমান সময়ে মিডিয়া, সমাজ ও প্রচলিত সংস্কৃতি শিশুদের মাঝে শিরক বিদ'আতের নানা রূপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাই উম্মতে মুসলিমার উচিত-

সন্তানদেরকে তাওহীদভিত্তিক বই পড়ানো,

তাদেরকে শিরকমুক্ত দোয়া ও আমল শেখানো,

সুন্নাহভিত্তিক আমল শেখানো,

ঈমানি গল্প বলার মাধ্যমে তাদের মনে আকিদা গেঁথে দেওয়া।

শিরক বিদ'আত মানবজাতির জন্য চিরকালীন ধ্বংসের কারণ। উম্মতে মুসলিমার কর্তব্য হলো তাওহীদের প্রচার, শিরক বিদ'আতের রূপ চেনানো, সমাজ থেকে কুসংস্কার বিদ'আতি প্রথা দূরীকরণ এবং বিশুদ্ধ আকীদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি পরিশুদ্ধ ইসলামি সমাজ গড়ে তোলা। এ পথে ধৈর্য, ইলম ও একনিষ্ঠতা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়।

অধ্যায় ৮:শিরক বিদ'আতমুক্ত সমাজ গঠনে করণীয় পদক্ষেপ

৮.১ বিশুদ্ধ তাওহীদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা:

শিরক বিদ'আতমুক্ত সমাজ গঠনের প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ তাওহীদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা হলো মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তার মূল উৎস। তাই শিক্ষার মাধ্যমে যদি তাওহীদের চেতনা গড়ে তোলা যায়, তাহলে শিরক বিদ'আতের ভিত্তিই ধসে যাবে।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"তাদেরকে তো কেবল এ জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে একনিষ্ঠভাবে।"
[সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫]

তাওহীদভিত্তিক পাঠ্যক্রম, মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষা, ইসলামি দাওয়াহ ক্লাস,সুন্নাহভিত্তিক কাজ সম্পর্কে ধারনা দেওয়া ইত্যাদি মাধ্যমে সমাজে বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা আনতে হবে।
৮.২ পরিবারে ঈমান ও আকীদাভিত্তিক পরিবেশ তৈরি করা:

শিরক বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়ার সূচনা হয় পরিবার থেকে। পিতামাতা সন্তানদের মধ্যে যদি ঈমান ও শিরক বিদ'আতের ভয় সঞ্চার করতে পারেন, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম আরও সচেতন হবে।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ... يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ

"যখন লুকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তিনি বলেছিলেন: 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করো না।"
[সূরা লুকমান, ৩১:১৩]

পরিবারে আকীদাভিত্তিক বই পাঠ, ইসলামী গল্প বলা,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী পড়া এবং শিরক বিদ'আতমুক্ত দোয়ার চর্চা চালু রাখতে হবে।

৮.৩ দাওয়াহ কার্যক্রম জোরদার করা:

শিরক বিদ'আতমুক্ত সমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ইসলামের বিশুদ্ধ বার্তা সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দাওয়াতি দায়িত্ব রয়েছে।

وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

"এ কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সংগ্রাম করো।"
[সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২]

টিভি, রেডিও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মসজিদ ও মাদরাসা ভিত্তিক দাওয়াহ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

৮.৪ ইমাম, আলেম ও ইসলামি স্কলারদের একত্রিত প্রচেষ্টা:

শিরক বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়তে ইসলামি নেতৃত্বদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিভক্তির কারণে শিরক ও বিদআত আরও ছড়িয়ে পড়ে।

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"
[সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩]

সকল দল ও মতের দ্বীনের আলেমদের একটি প্ল্যাটফর্মে এনে তাওহীদের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

৮.৫ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিরক বিদ'আতের বিরুদ্ধে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন:

শিরক বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়তে শুধু ব্যক্তি ও পরিবার নয়, বরং রাষ্ট্রকেও ভূমিকা রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামবিরোধী কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং তাওহীদভিত্তিক আইন কার্যকর করতে হবে।

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ... وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

“যাদেরকে আমরা যমীনে প্রতিষ্ঠিত করি, তারা নামাজ কায়েম করে... ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।”
[সূরা হজ্জ, ২২:৪১]

শিরক বিদ'আত প্রচলনকারী অনুষ্ঠান, ভ্রান্ত আচার ও কুসংস্কারমূলক কার্যকলাপ আইনের আওতায় আনা জরুরি।

অধ্যায় ৯: উপসংহার ও পরিশিষ্ট

শিরক মানবজাতির জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি, যা শুধু ব্যক্তির নয় বরং সমগ্র উম্মাহর ঈমান, সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম যেমন তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি এর মূল বার্তাই হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপাস্য ও বিধানদাতা না মানা। কুরআন-সুন্নাহ আমাদের সামনে একটি পরিপূর্ণ তাওহীদভিত্তিক জীবনদৃষ্টির রূপরেখা উপস্থাপন করেছে, যেখানে শিরক শুধু নিষিদ্ধ নয় বরং ঈমানের বিপরীত একটি মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ
عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।" [সূরা মায়িদা, ৫:৭২]

এই আয়াতের ভয়াবহতা আমাদের প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে থাকা উচিত যেন তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক গাইডলাইন হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুসলিম সমাজে আজ শিরক শুধু পারিপার্শ্বিক আচরণে নয়, বরং বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে ঘুরেফিরে একটি 'সাধারণ' ও 'অনুমোদিত' অনুশীলনে পরিণত হয়েছে। কেউ তাবিজ-কবচে বিশ্বাস করছে, কেউ গৃহস্থালি কাজে কুসংস্কার মানছে, আবার কেউ মৃত ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকছে।এসবই সরাসরি শিরকের শামিল, যদিও তা অজান্তে বা সামাজিক রীতির নামে চলছে।

রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা কবিরাজের নিকট গিয়ে তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদের (সা.) উপর নাযিলকৃত কুরআনের সঙ্গে কুফর করল।" [মুসনাদ আহমদ: ৯৫৩২]

এই হাদীস যেমন আমাদের সমাজের চলমান বাস্তবতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, তেমনি মুসলমানদের ঈমানের নিরাপত্তা বিধানে জরুরি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে। উম্মতে মুসলিমাহ যদি আজ শিরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে আমরা সেই পথেই যাব যেখানে পূর্ববর্তী উম্মতেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কিভাবে শিরককারী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, যেমন আদ, সামূদ ও লুতের জাতি। শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে তাওহীদের চর্চা যথেষ্ট নয়; বরং পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মিডিয়া, এমনকি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমেও শিরকের বিরুদ্ধে একটি সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম যে কাজগুলো করেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল শিরকের প্রতীকগুলো ভেঙে ফেলা এবং তাওহীদের প্রচার জোরদার করা। তিনি কা'বার চারপাশে স্থাপিত ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করে বলেছিলেন,

جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

"সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।" [সহীহ বুখারী]

এই ঘোষণা কেবল কা'বার মাটি নয়, বরং প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দেওয়া দরকার। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর অব্যাহত যে সংকট চলছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আমরা শিরক ও বিদআতের মতো ভিত্তিমূল নষ্টকারী পাপের বিরুদ্ধে যথাযথ সংগ্রাম করছি না। আমরা যেমন বাহ্যিক দুশমনের বিরুদ্ধে একতা চাই, তেমনি অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসগত শত্রু শিরক-এর বিরুদ্ধেও চাই ঐক্যবদ্ধ ঈমানি আন্দোলন। প্রতিটি মুসলমান, প্রতিটি পরিবার, প্রতিটি আলেম, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এর জন্য কাজ করতে হবে। একজন বাবা যেমন সন্তানের দুনিয়া নিয়ে চিন্তিত থাকে, তেমনি তার আখিরাতের চিরস্থায়ী পরিণতি;যা শিরকের মাধ্যমে ধ্বংস হতে পারে তা নিয়েও সমানভাবে উদ্বিগ্ন থাকা উচিত।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো" [সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬]

শিরক ও বিদ‘আত ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির উপর ভয়াবহ আঘাত হানে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অনেক উম্মত তাদের আকীদায় শিরক মিশ্রণ ও দ্বীনের মাঝে বিদ‘আত সৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দুইটি থেকে সবচেয়ে বেশি সাবধান করেছেন এবং তা থেকে রক্ষার জন্য নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“তোমরা নতুন সৃষ্ট (বিদ‘আত) থেকে বেঁচে থাকো, কারণ প্রত্যেক বিদ‘আত গোমরাহী।”
[আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬০৭]

এ প্রেক্ষিতে উম্মতে মুসলিমার ওপর দায়িত্ব হলো:

১. তাওহীদভিত্তিক সঠিক আকীদা শিক্ষার প্রসার ঘটানো,
২. সুন্নাহর অনুসরণে নিজেদের জীবন গঠন করা,
৩. বিদ‘আত ও শিরক সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা,
৪. ইসলামি জ্ঞানভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. ইলমি ভিত্তিতে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অনৈসলামিক সংস্কৃতির মোকাবিলা করা।

শিরক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম কেবল আলেমদের নয়, বরং প্রতিটি সচেতন মুসলিমের দায়িত্ব। এটি এমন এক ফারজ কাজ, যা উম্মাহকে প্রকৃত ইসলামী চেতনায় ফিরিয়ে আনতে অপরিহার্য।
এই রক্ষা করার প্রথম ধাপই হলো তাওহীদের শিক্ষা এবং শিরকের চিহ্নমাত্র থেকে দূরে থাকা। কাজেই, আজ উম্মতে মুসলিমার একমাত্র পথ হলো-তাওহীদের ছায়াতলে ফিরে আসা, শিরক বিদ'আতের সকল রূপকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তা নির্মূল করা, এবং বিশ্বাস, কর্ম, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় নীতিতে তাওহীদকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তবেই আমরা মুসলমানদের প্রকৃত পরিচয় ফিরে পাব, তবেই আমরা আল্লাহর সাহায্য ও দয়া লাভে ধন্য হব, আর তবেই আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হবে মুক্তির এবং সফলতার।

তথ্যসূত্র/ গ্রন্থপঞ্জি:

১كتاب التوحيد।

কিতাবুত তাওহীদ

মূল: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ:আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী হাফিযাহুল্লাহ লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফার্স্ট ক্লাশ

মোঃ মুশফিকুর রহমান শিক্ষক, মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া, বগুড়া।

আব্দুল্লাহ আল মামুন
এম. টি. আই. এস, এম. ফিল (গবেষক) আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

২عقيدة التوحيد।

আক্বীদাতুত তাওহীদ

লেখক: শাইখ ড. স্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
অনুবাদ: শাইখ মুখলিসুর রহমান মানসুর
সম্পাদনা: শাইখ মুহাম্মাদ এজাজুল হক্ব

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

৩।বাংলাদেশে প্রচলিত শির্ক বিদ'আত ও কুসংস্কার পর্যালোচনা

]بنغالي[বাংলা Bengali -

মো: আব্দুল কাদের
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

৪।শির্ক কী ও কেন?
(১ম খণ্ড)

]بنغالي[বাংলা - Bengali -

ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

৫।الشرك وخطورته

শিরক ও তার অপকারিতা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল সম্পাদনা উমার ফারুক আব্দুল্লাহ আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

৬।তাওহীদ এবং শিরক

প্রণয়নেঃশাইখ আবুল কালাম আযাদ
(লিসান্স মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব)

৭।বিদ'আত(البدع) ও প্রচলিত কুসংস্কার

সাজ্জাদ সালাদীন

৮।বিদ'আতের
পরিচয় ও পরিণাম

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা